"মিষ্টি বাচ্চারা - যে কোনো ভুলই হোক না কেন বাবার কাছে লুকাবে না, যদি লুকাও তাহলে বার বার লুকাতে লুকাতে নিজেই আড়ালে হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - ভুল গুলিকে (বিগড়ে যাওয়াকে) সঠিক করেন যে বাবা, বাচ্চারা তোমাদের ভুল গুলিকে কীসের আধারে সঠিক করেন তিনি?

*উত্তরঃ - পবিত্রতার আধারে। তোমরা বাচ্চারা জানো যখন বাবা ভুল গুলিকে সঠিক করতে আসেন তখন এই পবিত্রতা নিয়েই অনেক ঝগড়া ইত্যাদি হয়। অবলাদেরকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। পবিত্র হওয়া ব্যতীত দেবতা হতে পারবে না। ভারতকে কড়ি থেকে হীরা, দুঃখধাম থেকে সুখধামে, পুরানো থেকে নতুন বানানোর জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এই বিষয়েই বাবাকে মদদ করো তাই বাবার সাথে তোমাদেরও পূজা হয়।

*গীতঃ- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম (নিরালা).....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো? কোন বাচ্চারা? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা। বাবা বলেন আমি বি .কে.দের প্রথমে শোনাই। বাচ্চারা জানে এখানে কোনও শূদ্র কুমার বা রাবণ কুমার এসে বসতে পারে না। নামই হলো ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। তোমরা জানো যে আমাদের ব্রহ্মা বাবার বাবা তো হলেন শিব। আমরা আত্মা, আমাদের বাবাও হলেন শিব। সেই বাবাই ভুলকে অর্থাৎ বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করে দেন। ভারতই ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে, ভারতকেই সঠিক বানান। বাবা বলেন ভারত হীরে তুল্য ছিল, সুখধাম ছিল। নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, নতুন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন ভারতের অবস্থা বিগড়েছে, এখন হলো অসুরদের রাজ্য । ভুলত্রুটি সঠিক করেন কে অথবা শুধরে দেন কে? এই কথা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ জানে না। অবশ্যই ভারত অনেক উচ্চ ছিল, এখন নীচে আছে। অন্য কোনও ধর্মের জন্য এমন কথা বলা হবে না যে তারা খুব উঁচুতে ছিল, এখন নীচে আছে। যারা রাজত্ব হারিয়েছে তারাই পুনরায় রাজত্ব করবে। তখন বলা হয় পুনরায় ভুলকে সঠিক করেন। সত্য যুগের পরে নিশ্চয়ই ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ আসতেই হবে। সবাইকে ত্রুটিপূর্ণ হতে হবে। সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে অবশ্যই আসতে হবে। এখন সকলেরই স্থিতি বিগড়ে রয়েছে । সব ধর্মের পরস্পরের সঙ্গে হাঙ্গামা অনেক । চীনাদের নিজেদের মধ্যে, বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যে, সবাই নিজেদের মধ্যে অনেক লড়াই ঝগড়া করে। এত এত যে ধর্ম আছে সব ধর্মের স্থিতি বিগড়ে আছে। সব তমোপ্রধান জর্জরিত অবস্থায় আছে। সবাইকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে। রাবণ তমোপ্রধান বানিয়ে দেয়, পরে রাম এসে রাবণের বিগড়ে যাওয়াকে সঠিক করেন।

তোমরা জানো রাম কাকে বলা হয়। রাম-রাম বলে মালা জপ করে সুতরাং পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। নামই হল রুদ্র মালা। রুদ্র শিবের গলার মালা। সব ধর্মের মানুষ স্মরণ অবশ্যই করে। সব ধর্মের মানুষের সদগতি দাতা হলেন শিব। সাথে নিশ্চয়ই সহযোগীও থাকবে। রুদ্রের মালা অনেক সার্ভিস করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে অনেক সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিস করো তবে তো তোমাদের পূজা হয়। রুদ্র যজ্ঞও রচনা করে, শুধুমাত্র ভারতে নয় বরং সম্পূর্ণ দুনিয়ায় কারণ তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র বানাও। সর্বশক্তিমান বাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা স্বর্গ বানাও, তবে তো নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে তোমাদের পূজা করা উচিত। রুদ্র হলেন পিতা। তাঁর বিশাল মাটির শিবলিঙ্গ বানায় আর ছোট ছোট শালগ্রামও বানায়। নাম হলো রুদ্র যজ্ঞ। তোমাদের পূজা হয় কারণ তোমরা সেবা করে গেছো। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে, অনেক পূজা অর্চনা করে। লক্ষ লক্ষ শালগ্রাম বানায়। প্রথমে আটের মালা তারপরে হলো ১০৮-এর এবং ১৬১০৮-এর। তারা সহযোগিতা করেছে , যারা সহযোগিতা করবে তারাই সমীপ স্থানে থাকবে।

এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো রুদ্র মালায় যাতে নিকটস্থ স্থান প্রাপ্ত হয়। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এ হলো খুব সহজ। বাচ্চার জন্য বাবাকে স্মরণ করা তো খুব সহজ কথা, জন্মের সাথে সাথেই বাবা-মাম্মা বলা শিখে যায়। তো তোমরাও বাবা-মাম্মার সন্তান হয়েছো। তোমরা বলেও থাকো তুমি হলে মাতা পিতা... এখন তোমরা জানো আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি। সেই মাতা-পিতা আমাদেরকে রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষা প্রদান করেন। যদিও রাজা বানানোর শিক্ষা তো রাজাকে দেওয়া উচিত। যেমন ব্যারিস্টার বানানোর শিক্ষা ব্যারিস্টার দিয়ে থাকেন কিন্তু এখানে

তো আছে ওয়ান্ডারফুল কথা। পরম পিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি। সব বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ ইত্যাদির বিষয়ে উনি জানেন। উনি হলেন নিরাকার, নলেজফুল, ব্লিসফুল, দয়াশীল। সকলের উপরে দয়া করেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপরে দয়া করেন কারণ সম্পূর্ণ সৃষ্টি তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ৫ তত্ত্বও তমোপ্রধান হয়েছে। সবের উপরেই দয়া করেন, সেসবও সতোপ্রধান হয়ে যাবে কারণ তাঁকে অসীম জগতের সর্বোদয়া বলা হয়। এও ড্রামাতে ফিক্স আছে। আত্মা পবিত্র হলে প্রতিটি বস্তু পবিত্র হয়ে যায়। এখন তত্ব ইত্যাদিও অনেক ক্ষতি করে। সেখানে তত্ত্বও সতোপ্রধান থাকে। কখনও কেউ বৃদ্ধ হয় না। সুতরাং বিগড়ে যাওয়াকে আবার তৈরী করেন একমাত্র বাবা। তাঁকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। উনিই অলমাইটি অথরিটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি নিজেও হলেন নিরাকার, তাঁকে মহারাজা বা বিশ্বের মালিক, বিশ্বরাজ্য অধিকারী বলবে না। তিনি তো হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ সকল কর্ম করাচ্ছেন যিনি। দেবী-দেবতাদের রাজধানী স্থাপন করাচ্ছেন। তিনি নিজে রাজত্ব করেন না।

তোমরা বাচ্চারা বলো আমরা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বিশ্বের মালিক হই। তখন তোমাদের উপরে কোনও অথরিটি চলে না। কেউ হুকুম করতে পারে না। সত্যযুগ-ত্রেতায় অন্যরা থাকে না। তো বাচ্চারা, তোমাদের প্রমাণ করে বলতে হবে সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হলো গীতা। ভগবান এসেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই। মানুষের স্থিতি বিগড়েছে তবেই তো শিববাবা এসে দেবতা বানাচ্ছেন। সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। কন্যারা লেখে - বাবা, পবিত্র হওয়ার জন্য খুব যাতনা দিতে থাকে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে খুব যুক্তি সহকারে চলা উচিত। এতেই খুব সতর্কতা থাকা উচিত। একটি খেলা আছে, যেখানে দেখানো হয়েছে নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য স্ত্রী কতরকমের চরিত্র ধারণ করে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এতে নষ্টমোহ হতে হবে। অনেকের নিজের স্বামীর প্রতি, সন্তানের প্রতি মোহের তার জুড়ে থাকে। কন্যার তো শুধু মাতা পিতা এবং ভাই বোনের প্রতি মোহ থাকে, পরে যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন প্লাস আরও বেড়ে যায়। স্বামী, শ্বাশুড়ি পরে সন্তানের জন্ম হলে তাদের প্রতি অনেক মোহ যুক্ত হয়ে যায়। ডবল বৃদ্ধি হয়ে যায়। সেইজন্য প্রথমে তো নষ্টমোহ চাই, তখন পরীক্ষাও আসে। যেমন রাজারা ঘর সংসার ত্যাগ করে প্রথমে তো গুরুর শরণে যায়, গুরু তখন তাদেরকে কাঠ কাটতে বলে, আশ্রমের সাফাই ইত্যাদি করায় যাতে দেহ-অভিমান ভঙ্গ হয়। এখানেও এমন নিয়ম কায়দা আছে। গরিব মানুষ তো এইসব কাজ করেই থাকে। ধনী ঘরের মানুষের খুব দেহ-অভিমান থাকে তো তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। শুরুতে বাবাও পরীক্ষা নিয়েছিলেন তাইনা। দেহ-অভিমান ভঙ্গ করার জন্য তোমরা সব কিছু করেছিলে। মোটর গাড়ি পরিষ্কার করা, ধোপার কাজ করা। যে আসবে তাকেই বলবে - প্রথমে তো এই কাজ করতে হবে। ধনী ঘরের মানুষের জন্য তো আসা খুব কঠিন। গরিবদের তো মার খাওয়ার বিপদ রয়েছে। পবিত্র থাকতে দেয় না। তাদের সঙ্গে তখন যুক্তি দিয়ে চলতে হয় কিন্তু সম্পূর্ণ নষ্টমোহ অবশ্যই চাই। অপূর্ণ নষ্টমোহ হলে এক পা এদিকে, আর অন্যটি ওই দিকে থাকবে, ঝুলতে থাকবে। তখন এইভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে অনেকে দুঃখী হয়ে পড়ে। পিতাকে ভুলে ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ অপবিত্র হয়ে পড়ে।

বাবা বাচ্চাদেরকে নিরন্তর স্মরণে থাকার যুক্তি বলে দেন। স্মরণের দ্বারাই বিকর্মাজিত হতে পারবে। কল্প-কল্প শ্রীমৎ প্রদান করে এসেছেন। রাজধানী স্থাপন তো অবশ্যই হবে। যারা পূর্ব কল্পের ন্যায় পুরুষার্থ করছে তারা গুপ্ত থাকতে পারবে না। শীঘ্রই সকলে জানবে। দাস-দাসীও হতে হবে, তাই না! এখানে থাকলে রাজধানীতে তো এসেই যাবে কারণ সন্তান তো হয়েছে তাইনা। দাস-দাসী রূপে পরে কিছু পদ প্রাপ্ত হয়। নাহলে দাস-দাসী আসবে কীভাবে। প্রজা তো ভিতরে আসার অনুমতি পাবে না। দাস-দাসীরা তো ভিতরেই থাকবে। অনেকে বলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীও যদি হতে পারি তবু ভালো। মায়ের চেয়েও বেশি দাসীর কোলে থাকবে। আজকাল বাচ্চাদেরকে তো নার্সরাই সামলায়। সেখানে তো শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ করতে ভীষণ খুশী হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে সব মাতারা শ্রীকৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। সেখানেও দাসীরা সামলায়।

বাপদাদার খুব ভালো ভালো বাচ্চা চাই। শিববাবা তো বলেন, কতো পরিশ্রম করতে হয় - রাজধানী স্থাপনা করতে। নানান বৃক্ষের এক একটি ডালপালা, যে দেখাশোনা করবে সেও বিরক্ত হয়ে পড়বে। কারো উপরে চলতে চলতে গ্রহের দশা বসে যায়। সে'কথা বলার নয়। এ তো গুড় জানে আর গুড়ের পুঁটুলী জানে। গুড় তো হলেনই শিববাবা, মিষ্টি তাইনা। তাঁর পুঁটুলী, যার মধ্যে উনি আসেন তো উনি জানবেন আর ইনি জানবেন। মায়া রাবণ এমন চড় লাগিয়ে দেয় যে বোঝাও যায় না। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা তো চেয়ে নাও, নাহলে কর্ম ভোগ অনেক হয়ে যায়। বোঝালেও বোঝে না। এমন মায়ার গ্রহণ লেগে যায়। বাবা নিজেও বলেন - কখনও খুব ভালো যোগ লাগে, কখনো মায়া এমন তুফান এনে দেয়, বলার নয়। বাবা বলেন প্রথমে তোমরা অনুভব করবে, তারপরে তো অন্যদেরকে বলবে, তাইনা। তো সব তুফান সর্বপ্রথমে

বাবার (ব্রহ্মাবাবা) সামনে আসে। বাবা বলেন নিজেকে সর্বজ্ঞ (মিঞা মিটঠু) মনে করবে না। স্বচ্ছ হৃদয় থাকলে উঁচু আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। অন্তরে বাহিরে হৃদয় স্বচ্ছ হলে তবে সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী হন। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের ভুল ত্রুটি গুলিকে বাবা সঠিক করে দিচ্ছেন। আমরা একেবারে বানর সম ছিলাম। বাবা মন্দিরের উপযুক্ত বানান। বিশ্বের আমরা মালিক হই পরে মন্দিরে বসার জন্য একটি কক্ষ প্রাপ্ত হয়। সত্য যুগকে বলা হয় শিবালয়। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে আমরা রাজত্ব করি তারপরে আমাদের জন্য মন্দির তৈরি হয় যেখানে আমাদের পুজার্চনা হয়। প্রথমে পূজা আমরাই করেছি, আমরাই পূজ্য ছিলাম আমরাই পূজারী হই। পুনরায় পূজ্য রূপে পরিণত হই। খুব ভালোভাবে তো বোঝানো হয়। মায়া ভালো বাচ্চাদের মাথাও খারাপ করে দেয়। দেহ-অভিমান খুব ক্ষতি করে দেয় তখন কিছু পাপ কর্ম হয়ে যায়। শিববাবার শল-কে (ব্রহ্মা বাবার) যেন কেউ অমর্যাদা না করে, তাঁর কাছে কোনো কথা যেন না লুকায়। ধর্মরাজও তিনি, অনেক বড় দন্ডও দেন। তাঁর প্রতি সেই ভয় থাকা উচিত। ভুল হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত - বাবা, আজ আমাদের দ্বারা এই ভুল হয়েছে। শিববাবা ঋ্রু ব্রহ্মা। ভয় থাকে ব্রহ্মা বাবা তো আগে পড়বেন। আরে, উনি তো বাবা, শিক্ষা প্রদান করেন। মাম্মাও শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে কেউ কেউ বললে সে'কথা তোমরা তখন শিববাবাকে খবর গুলি দাও। মাম্মা-বাবাও জানতে পারেন। বোঝানো তো হয় অনেক। মাকনা হাতি (বুনো) হবে না, তার অভিমান অনেক থাকে। এই দেহ-অভিমান খুব ক্ষতিকর, অর্ধেক কল্প ধরে চলেছে , তাইনা। সেখানে তো বুঝতে পারে যে, আমি হলাম আত্মা, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন ধারণ করতে হবে। সেখানে আত্ম-অভিমানী বলা হবে। এখানে তো সবাই হলো দেহ-অভিমানী। তো বাচ্চাদেরকে শ্রীমৎ নিতে থাকতে হবে। ভুল হলে কখনও লুকানো উচিত নয়। লুকালে নিজেই আড়াল হয়ে যাবে। যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ভুল ত্রুটি (বিগড়ে যাওয়া অবস্থাকে) সঠিক করেন একমাত্র ভগবান হলেন অথরিটি। এখন তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছো। আচ্ছা!

অতি মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি জ্ঞান নক্ষত্রদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার নম্বর অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অন্তরে-বাহিরে হৃদয়ের সাফাই দ্বারা সাহেবকে রাজী (সন্তুষ্ট) রাখতে হবে। মায়ার গ্রহণ থেকে সুরক্ষিত থাকবার জন্য বাবাকে সব সত্য শোনাতে হবে।

২) নষ্টমোহ সম্পূর্ণ রূপে হতে হবে। এতটুকুও কোনও দেহধারীর প্রতি টান যেন না থাকে। দেহ-অভিমানকে ছিন্ন করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- স্নেহের জাদুর দ্বারা নির্বন্ধনকেও বন্ধনে আবদ্ধকারী শ্রেষ্ঠ জাদুকর ভব

শিববাবার চেয়েও বড় জাদুকর হলে তোমরা বাচ্চারা। এমন স্নেহের জাদু তোমাদের কাছে আছে যার দ্বারা নির্বন্ধনকেও তোমরা বন্ধনে আবদ্ধ করে দাও। বাবারও বাচ্চাদের ছাড়া আর কিছুই প্রিয় নয়। নিরন্তর বাচ্চাদেরকেই স্মরণ করেন। কতোবার তো তোমরা বাবাকে ভোজনের সময় আহবান করো, তাঁর সাথেই খাও, তাঁর সাথেই চলাফেরা করো, তাঁর সাথেই ঘুমাও। যে কোনও কর্ম করাকালীন বলো যে বাবা তোমার কাজ, তুমিই করিয়ে নাও, আমরা নিমিত্ত হয়ে হাত চালাই। তারপরে কর্মের বোঝা-ও বাবাকে দিয়ে দাও, তো শ্রেষ্ঠ জাদুকরই তো হলে, তাইনা।

স্লোগানঃ- নিজের স্বস্থিতির শক্তির দ্বারা পরিস্থিতিকে পরিবর্তনকারী কখনও অশান্ত হতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;